ইসরায়েলি বিমানের আমিরাতে অবতরণ ভারী যন্ত্রণার: ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী

ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আশতিয়াহ বলেছেন, ইসরায়েলি বিমানের আমিরাতে অবতরণ আমাদের জন্য ভারী যন্ত্রণার, আর যখন সেই ফ্লাইটের নাম হয় কিরয়াত ঘাট। এটা আরব-ইসরায়েল সংঘাতে আরবদের অবস্থানের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

সোমবার রামাল্লায় সাপ্তাহিক মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি বলেন, ইসরায়েল-আমিরাত সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ আরব-ইসরায়েল সংঘাতে আরবদের অবস্থানের স্পষ্ট ও নির্লজ্জ লঙ্ঘন।

তিনি বলেন, ওই ফ্লাইটের নাম কিরয়াত ঘাট, যা দখল হওয়া ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে নির্মিত একটি অবৈধ ইসরায়েলি বসতির নামে।

তবে যেসব আরব দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাদের অভিবাদন জানান আশতিয়াহ। তিনি বলেন, কয়েকটি আরব দেশকে চাপ দিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও।

তার মতে, এখন আমিরাতের বিমানও জেরুজালেমে অবতরণ করবে। আমরা এক কঠিন আরব যুগে বসবাস করছি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

গাংনীতে মাছের পোনা অবমুক্ত করণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা মৎস্য ডক্টরের উদ্যোগে ৪শ’ কেজি মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পুকুর/উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।

আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ, গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান।

এ সময় উপজেলা মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা প্রীতম চৌধুরী, ক্ষেত্র সহকারী খন্দকার এজাজ হোসেন, জামালউদ্দিনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্যের ডিজিকে জাফরুল্লাহর চিঠি

অনুমোদন ছাড়াই গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে আরটিপিসিআর পরীক্ষা, ব্ল্যাড ট্রান্সফিউশন ও প্ল্যাজমা সেন্টার পরিচালনা নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে যোগাযোগ করার পর এ বিষয়ে সক্রিয় হয়েছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলমকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। গতকাল সোমবার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রেস উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু গণমাধ্যমকে চিঠির বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু জানান, গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে করোনাসহ অন্যান্য রোগ নির্ণয়ে মলিকিউলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, আরটিপিসিআর (রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টজ পালিমারেজ চেইন রিয়্যাকশন)

পরীক্ষা, ব্লাড ট্রান্সফিউশন ও প্লাজমা সেন্টার চালুর অনুমোদনের বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়, সোমবার দুপুর ১টার দিকে পরিচালক, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে ফোনে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলা হয়, আপনাদের অনুমোদন নেই এবং আরটিপিসিআর পরীক্ষা, ব্লাড ট্রান্সফিউশন ও প্লাজমা সেন্টার বন্ধ করবেন। কাজ চালু রাখলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আরটিপিসিআর ফর কভিড-১৯ ও ব্লাড ট্রান্সফিউশন ও প্লাজমা সেন্টারের জন্য আলাদা অনুমতি চেয়ে চিঠি দিতে হবে।

চিঠিতে আরো উল্লেখ করা হয়, গত ১২ আগস্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক বরাবরে (সংযুক্ত – ১) জিআর কভিড-১৯, আরটিপিসিআর পরীক্ষা ও প্লাজমা সেন্টার কার্যক্রম চালু করার জন্য ই-মেইলে চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে ৩১ আগস্ট পুনরায় চিঠি দেওয়া হয়।

গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল (নিবন্ধন কোড: HSM67316), গণস্বাস্থ্য ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনোসটিক সেন্টার (নিবন্ধন কোড: HSM32496), গণস্বাস্থ্য ব্লাড ব্যাংক অ্যান্ড ট্রান্সফিউশন সেন্টার (নিবন্ধন কোড: HSM05039), লাইসেন্সের আবেদন আপনাদের (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) বিবেচনাধীন আছে। পরিচালক হাসপাতাল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বক্তব্য জনস্বার্থবিরোধী ও অবিবেচনাপ্রসূত। ওনার বক্তব্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দুর্বলতা এরই মধ্যে আমি প্রধানমন্ত্রী বরাবরে খোলা চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের উদ্দেশে আরো বলা হয়, আশা করি আপনি অবগত আছেন যে, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ‘বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল’কে স্বাধীনতা উত্তরকালে ‘গণস্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন কেন্দ্র’ নাম দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং ১৯৭৪ সালে সরাসরি নির্দেশ জারি করে ওই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রায় ৩১ একর জমি হুকুম দখল করিয়ে দিয়েছিলেন।

গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল, গণস্বাস্থ্য ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার, গণস্বাস্থ্য ব্লাড ব্যাংক অ্যান্ড ট্রান্সফিউশন সেন্টার, গণস্বাস্থ্য জনহিতকর দাতব্য ট্রাস্টের অধীন সম্পূর্ণ অলাভজনক সংগঠন। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে ব্যাপক কার্যক্রম ও সফলতার জন্য বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার ‘স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার’ পেয়েছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র।

গত ২৪ মে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী নিবন্ধিত দাতব্য প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল হিসেবে দেশ তথা পৃথিবীর বর্তমান কভিড-১৯ জনিত মহামারি অবস্থায় আমরা আমাদের হাসপাতালে দেশের প্রচলিত নিয়মে দক্ষ ও অভিজ্ঞ, উন্নতমানের যন্ত্রপাতির সহায়তায় স্বল্পমূল্যে কভিড-১৯ এর জন্য আরটিপিসিআর পরীক্ষা এবং ব্লাড ট্রান্সফিউশন ও প্লাজমা সেন্টার চালু করতে ইচ্ছুক।

আশা করি, আমরা আপনার কাছ থেকে যথাযথ সহায়তা এবং দ্রুত অনুমোদন পাবো। আপনার সুবিধাজনক সময়ে আমাদের কার্যক্রম পরিদর্শন করে জনগণকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি আমাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য আপনার সবিনয় আবেদন জানাচ্ছি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

আগের ভাড়ায় ফিরল গণপরিবহন

করোনাকালীন বাড়ানো ৬০ শতাংশ বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করে আগের ভাড়ায় ফিরেছে গণপরিবহন ও দূরপাল্লার বাস।

আজ মঙ্গলবার থেকে করোনা পূর্ববর্তী ভাড়া আদায় করা হচ্ছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রেক্ষাপটে গত ২৪ শে মার্চ থেকেই বাংলাদেশে গণপরিবহন চলাচল কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয়। দুই মাস পর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার শর্তে গত ৩১ মে থেকে গণপরিবহন ও ট্রেন চালু করার অনুমতি দেয় সরকার। তখন বাসে অর্ধেক আসন ফাঁকা রাখার শর্তে প্রায় ৬০ শতাংশ ভাড়া বাড়ানোর অনুমতি দেয়া হয়।

তিন মাস বর্ধিত ভাড়ায় বাস-গণপরিবহন চলার পর আজ ১ সেপ্টেম্বর থেকে করোনাকালীন পূর্বের বাড়ায় বাস-গণপরিবহন চলাচল করবে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সিনহাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন সোনালী ব্যাংকের তিন কর্মকর্তা।

মঙ্গলবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক শেখ নাজমুল আলমের আদালতে তারা সাক্ষ্য দেন। সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আদালত আগামী ৪ অক্টোবর পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ ধার্য করেন। মামলার ১৮ সাক্ষীর মধ্যে ৭ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে।

সোনালী ব্যাংকের তিন কর্মকর্তা জব্দ তালিকার সাক্ষী। তারা হলেন, সোনালী ব্যাংক সুপ্রিম কোর্ট শাখার প্রিন্সপাল অফিসার সাদিকুল ইসলাম, শাকওয়াত হোসেন মিশন ও একই শাখার সিনিয়ার অফিসার আওলাদ হোসেন।

এর আগে, গত ১৩ আগস্ট ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক শেখ নাজমুল আলম সিনহাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ মামলাটি ঢাকার বিশেষ জজ-৪ এ বদলির আদেশ দেন।

গত ১০ ডিসেম্বর আদালতে এ চার্জশিট জমা দেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দুদকের পরিচালক বেনজীর আহমেদ। এর আগে ৪ ডিসেম্বর কমিশনের সভায় ১১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) অনুমোদন দেয়া হয়।

মামলার আসামিদের মধ্যে ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেডের অডিট কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান মো. মাহবুবুল হক চিশতী (বাবুল চিশতী) কারাগারে, ফারমার্স ব্যাংকের সাবেক এমডি এ কে এম শামীম, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বপন কুমার রায়, ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. লুৎফুল হক, সাবেক এসইভিপি গাজী সালাহউদ্দিন, টাঙ্গাইলের বাসিন্দা মো. শাহজাহান ও একই এলাকার বাসিন্দা নিরঞ্জন চন্দ্র সাহা জামিনে আছেন।

সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা, ফারমার্স ব্যাংকের ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সাফিউদ্দিন আসকারী, রণজিৎ চন্দ্র সাহা ও তার স্ত্রী সান্ত্রী রায় পলাতক রয়েছেন। মৃত হিসেবে প্রমাণ মেলায় চার্জশিট থেকে এক আসামির নাম বাদ দেয়া হয়েছে। নতুন করে একজনের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

কমলালেবুর রস নয়, লেবুর কোয়া চিবিয়ে খেলে তবেই ২_হাইড্রক্সিফ্ল্যাভনয়েড পাওয়া যাবে। সারা বছর কমলা লেবু পাওয়া যায় না। তাই যেকোনও লেবু, তা সে বাতাবি লেবু হোক বা পাতিলেবু, খেলে সামগ্রিক ইমিউনিটি জোরদার হয়।

টমেটো: এতে লাইকোপিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা ক্যান্সারের মহাশত্রু। তাই প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় টমেটো রাখতে ভুলবেন না।

ব্রকোলি: আসলে বিলেতি এই সবজি এখন আমাদের দেশেও সূলভ। এই সবুজ রঙের সবজিটি ইনডোল-৩ কারবিনোল নামক ফাইটোকেমিক্যালসের এক অন্যতম ভাণ্ডার। এই উপাদানটি ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করতে পারে।

বিট: এতে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিটা সায়ানিন, যা ক্যান্সারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

নটে শাক: যার বিজ্ঞানসম্মত নাম অ্যামারান্থাস ভিরিডি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্যান্সাররোধক।

বিট বা ব্রকোলি না পেলেও সূলভে বাজারে লাল বা সবুজ নটে শাক পাবেন। সপ্তাহে ৩/ ৪ দিন এই শাক খেলে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার হবে।

তবে শুধু ক্যানসার রোধক খাবার খেলেই চলবে না, সিগারেটসহ তামাককে জীবন থেকে বিদায় জানাতে হবে। ওজন ঠিক রাখতে নিয়মিত শরীরচর্চা করা জরুরি। সেই সঙ্গে মন ভাল রাখাও জরুরি। কেননা, মানসিক চাপ ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। সূত্র: আনন্দবাজার

পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপনে লাভবান হচ্ছে মিরপুরের

কৃষকরা

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় বসতবাড়ির আঙ্গিনায় লাল শাক, পুঁইশাক, কলমি, বেগুন, ঢেড়শ ও করলা, মিষ্টি কুমড়াসহ বিভিন্ন সবজি শোভা পাচ্ছে। সবজিগুলো পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি স্থানীয় বাজারে আবার বিক্রি করে অর্থও উপার্জন করছেন কৃষকেরা। একজনের দেখাদেখি অনেক কৃষকই পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপনে আগ্রহী উঠছেন। উপজেলায় ৪১৬টি পরিবার বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পুষ্টি বাগান স্থাপন করে লাভবান হয়েছে।

মিরপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সুত্রে জানা যায়, করোনা পরবর্তী সময়ে খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলায় মিরপুর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের বসতবাড়ির আঙ্গিনায় ৪১৬টি পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে।

উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের মশান গ্রামের কৃষক জামাল উদ্দিনের পুষ্টি বাগানে গিয়ে দেখা যায় তিনি বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। তার বাগানে প্রথম দফায় লাল শাক, পুঁইশাক, গৃমা কলমি, বেগুন ও করলার বীজ রোপন করেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি লাল শাক ও পুঁইশাক বাগান থেকে তুলে পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি তা বিক্রি করে অর্থও উপার্জন করছেন।

কৃষক জামাল উদ্দিন জানান, গত তিন মাস আগে তার বাড়ির আঙ্গিনায় পুষ্টি বাগান স্থাপনের জন্য বাঁশের বেড়া, সার ও শ্রমিক খরচ বাবদ ১ হাজার ৯৩৫ টাকা এবং বছর ব্যাপি আবাদের জন্য ১২ ধরনের শাক সবজির বীজ প্রদান করেছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। তারা নিয়মিত খোঁজ খবর রাখছেন এবং বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতাও করেছেন। শাকসবজি আবাদ করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে এবং কিছুটা বিক্রি করে আর্থিকভাবেও লাভবান হয়েছি।

মিরপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মাহিরুল ইসলাম ও জান্নাতুল ফেরদৌস জানান, কৃষক মাত্র এক শতাংশ জমিতেই ১৪টির মতো শাকসবজি আবাদ করতে পারবেন। একটির পর একটি ফসল উঠে থাকে। এতে পরিবারের চাহিদা পুরন হওয়ার পাশাপাশি বেশি উৎপাদন হলে কিছু বিক্রি করে অর্থ উপার্জনও করে স্বচ্ছলতা আনতে পারে।

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন বলেন,

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণ করে দেশের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখতে চায় না কৃষি মন্ত্রণালয়। তাই বাড়ির পাশের খালি জায়গাগুলোতে ফসল উৎপাদন করতে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া শহরের বাসাবাড়ির ছাদেও বিভিন্ন শাকসবজি উৎপাদনে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, করোনা পরবর্তী সময়ে খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলায় পারিবারিক কৃষিকে গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। এজন্য বসতবাড়ির আঙ্গিনা থেকে শুরু করে বাসাবাড়ির ছাদেও নানা ধরনের শাকসবজি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে উৎপাদিত পণ্যে পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত হলে তা বিক্রি করে অর্থও উপার্জন করা যাবে।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস জানান, এই উপজেলার ১৪?৩টি ইউনিয়নে ৪১৬টি পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই কৃষক সুফল পেতে শুরু করেছে।

আলমডাঙ্গার পাইলট ও আল-ইকরা একাডেমীর সাফল্য

এসএসসি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সাফল্য পাওয়ার পর ঢাকার নটরডেম ও সেন্ট জোসেফ কলেজে মেধা তালিকায় এইচএসসিতে ভর্তির সুযোগ পেয়ে রীতিমত হইচই ফেলে দিয়েছে আলমডাঙ্গার চার কৃতি শিক্ষার্থী। চলতি অনলাইনে ভর্তি পরীক্ষায় এই চার শিক্ষার্থী একই সাথে ঢাকার নটরডেম, সেন্ট জোসেফ ও রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়।

নটরডেম কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়া রোহান কলেজপাড়ার রাকিবুল ইসলাম তুহিনের ছেলে, নোবেল বাবুপাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে এবং রাইসুল মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হকের ছেলে। রাইসুল ভর্তির সুযোগ পেয়েছে ঢাকার সেন্ট জোসেফ কলেজে। এই তিনজনই আলমডাঙ্গা সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। আর সাকিব আহমেদ আলমডাঙ্গার অন্যতম বিদ্যাপীঠ আল-ইকরা ক্যাডেট একাডেমীর শিক্ষার্থী। সে

ভর্তির সুযোগ পেয়েছে নটরডেম কলেজে।

অপরদিকে, সারা বছর প্রচার প্রচারনায় থাকা ব্রাইট মডেল স্কুলের কোন শিক্ষার্থী বরাবরের মত এবারও কোন নামকরা কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়নি। এ বিষয়ে শহরের চায়ের দোকানগুলোতে সচেতন অভিভাবকদের মাঝে স্কুলের পড়াশোনার মান নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। চলছে আলোচনা ও সমালোচনা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আল-ইকরা ক্যাডেট একাডেমীর ছাত্র সাকিব আহমেদ ক্লাস ফাইভ, এইট ও এসএসসিতে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে এইটে উপজেলার সেরা ও এসএসসিতে জেলার সেরা মেধা তালিকায় স্থান পায়। সাকিব এসএসসিতে আবার বোর্ডের ট্যালেন্টপুলেও বৃত্তি পেয়েছে।

পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র রোহান, নোবেল ও রাইসুল তিনজনই ক্লাস ফাইভ ও এইটে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পায়। এসএসসিতেও রোহান ও নোবেল বোর্ডের সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে।

সাকিব জানায়, সে আগামীতে দেশসেরা ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। পড়তে চায় বুয়েটে।

রোহান ও নোবেল এই দুইজনও ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। তারাও বুয়েটে পড়াশোনা করার স্বপ্ন দেখছে। অপরদিকে, রাইসুল হতে চায় ডাক্তার।

কুমারখালীতে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে মোবাইল কোর্ট অব্যাহত

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর শহর ও শহরতলী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আবশ্যিক মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রতিদিন পরিচালিত হচ্ছে মোবাইল কোর্ট।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নির্দেশে ইতোমধ্যে সকল দোকান ও

সরকারি দপ্তরে “মাস্ক নাই তো বাজার নাই, কোন সরকারি সেবা নাই” নোটিশ টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে ।

সোমবার প্রতিদিনের ন্যায় নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিবুল ইসলাম খান কুমারখালী উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে, বাজারের বিভিন্ন দোকানে এবং সড়কে মাস্ক ব্যবহার না করায় সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ ও নির্মূল আইন ২০১৮ অনুযায়ী ১৭টি মামলায় ১৭ জনকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এ সময় কুমারখালী থানা পুলিশ, পেশকার এবং অফিসের স্টাফ মোবাইল কোর্টকে সহোযোগিতা করেন।